ইমাম আল-মাহদির আগমন কি আসন্ন ?

মূলঃ শায়খ ইমরান নযর হোসেন

ভাবার্থঃ মোঃ শিহাবুদ্দিন সাদী

মুসলমানদের অনেকেই স্বনামধন্য মুসলিম চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন ও ডঃ মুহাম্মদ ইকবালের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইমাম আল-মাহদির আগমনে বিশ্বাস করেন না। সেকারণে এই লেখকের এবিষয়ে চিন্তাভাবনাকে মেকি ভেবে অনেকেই অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের দাবি হলো, ইমাম আল-মাহদির আগমনের বিষয়টিকে গভীরভাবে অনুধাবন করাকে যারা গুরুত্ব দিচ্ছেন, তারা পৃথিবীর অত্যাচার ও মিথ্যাভাষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন? তাদের এদাবি শুধু যে মিথ্যা তাই নয়, বরং পাপে পরিপূর্ণ। এবিষয়ে আরও প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতের মধ্যে কেউ কেউ সত্য স্বপ্ন ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট হবেন, যা তাঁদের কাছে শেষ সময়ে ইমাম আল-মাহদির আগমনের তথ্য বহন করবে। পাঠকরা অবশ্যই জানেন যে, এই প্রাপ্ত তথ্য বস্তুনিষ্ঠভাবে বিচারযোগ্য নয়, এবং এই তথ্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করার বাধ্য-বাধকতাও নেই। সেকারণে, পৃথিবীর রহস্যময় ঘটনাবলীর উন্মোচনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এই লেখক কখনো এধরনের তথ্য ব্যবহার করার উদ্যোগ নেন নি, বিশেষ করে পবিত্রভূমি জেরুজালেমের শেষ অধ্যায় অনুধাবন করার ক্ষেত্রে। বরং তিনি শেষ সময়ের উপর পবিত্র কুর'আন ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র হাদিসে দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই ঘটনাবলীর মূল অর্থ উপলব্ধি করার জন্য অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

যখন এই লেখক পৃথিবী থেকে চলে যাবেন, তখনও তার ছাত্ররা তার এই প্রচেষ্টাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, এ ব্যাপারে তিনি আস্থাশীল। যুক্তিভিত্তিক গবেষণা (এবং অন্তর্জ্ঞানলব্ধ প্রজ্ঞা)-র উপর ভিত্তি করে যে কোন ধারণা অবশ্যই আল্লাহর বাণীর তুলনায় ত্রুটিপূর্ণ (কারণ আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন)। যারা লেখকের এই রচনা কিংবা অন্যান্য রচনা ও বক্তৃতায় প্রকাশিত মতামতের সাথে একমত নন, তাদের এটা গ্রহণ না করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সেকারণে, যতক্ষণ তারা নিজের পরিচয় এবং সুনির্দিষ্ট মতামত না জানিয়ে এই লেখকের দৃষ্টিকোণকে পরিত্যাজ্য মনে করছেন, ততক্ষণ তাদের সমালোচনার জবাব দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। লেখক বিশ্বাস করেন যে, তার এই লেখা ও অন্যান্য লেখার উপর যুক্তি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে আলোচনা থেকে শুধু সেই সকল অংশগ্রহণকারীরা লাভবান হবেন ইনশাআল্লাহ্, যাদের বৃহৎ অর্থে বুঝার ইচ্ছা ও অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে।

ইমাম আল-মাহদির আগমন, বর্তমান মুসলিম বিশ্বের শিয়া ও সুন্নী উভয়ের জন্যই এখন সত্যিকার অর্থেই একটি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। অপর দিকে, কাদিয়ানীদের ভন্ড নবী, মির্জা গোলাম আহমদ আল-কাজ্জাবের ভুল পথে চালিত অনুসারীদের এই আলোচনা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে অনুসরণ করা উচিত; তাহলে ইনশাআল্লাহ্ তারা মির্জার, ইমাম আল-মাহদি ও প্রতিশ্রুত মসিহ হওয়ার মিথ্যা দাবীকে শনাক্ত করতে পারবেন। এখানে এটা বলে রাখা উচিত যে, এখন থেকে যে কোন সময়ে সমগ্র আরব অঞ্চল, পাকিস্তান ও ইরানের উপর ইঙ্গ-আমেরিকান-ইসরায়েলি সামরিক আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব, এই অবস্থায় ইমাম আল-মাহদির আগমনের এই বিষয়টি আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমাদের আরও সাবধান থাকতে হবে, কারণ প্রতিশ্রুত ইমাম হবার মিথ্যা দাবি নিয়ে আরও অনেকের আগমন ঘটতে পারে। আমরা পূর্ববর্তী এক লেখায় সাবধান করে দিয়েছি যে, ইরানের উপর ইসরায়েলের আক্রমণ প্রায় নিশ্চিতভাবেই শিয়াদের দাবী করা প্রতিশ্রুত ইমামের আগমন ঘটাতে পারে। অপর দিকে যখন আরবদেশ অথবা পাকিস্তানের উপর আক্রমণ হবে, তখন সুন্নীদের পক্ষ হতেও এমন দাবী উঠতে পারে।

এই রচনাটি লেখা হয়েছে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এয়ারেসে, যেখানে আমি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিট্রিটে যোগদান করার উদ্দেশ্যে যাবার পথে যাত্রাবিরতিতে ছিলাম। এই লেখায় আমি চেষ্টা করেছি শেষ সময়ের প্রেক্ষিতে ইমাম আল-মাহদির আগমনের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে এবং তাঁর আগমনের সময়কাল সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে। পবিত্র কুর'আন ও হাদীসসমূহ হতে "শেষ সময়" সংক্রান্ত তথ্যাদি সাবলীলভাবে সাজিয়ে বুঝার যে পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করেছি, তার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে, কুমারী মরিয়ম-পুত্র হযরত ঈসা (তাঁদের দুজনের উপরই আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি হচ্ছে শেষ সময়ের চিহ্নগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় চিহ্ন (দেখুন, An Islamic View of Gog and Magog in the Modern World)। সেই সাথে ইমাম আল-মাহদির আগমনের বিষয়টি অবশ্যই ঈসা (আঃ)-এর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

যুক্তির খাতিরে বলা যায় যে, সর্বজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা, যার সৃষ্টি নিখুত, তিনি, দাজ্জালকে মসিহ হিসাবে তার ভন্ডামি পরিপূর্ণ করার আগেই সত্য মসিহ ঈসা (আঃ)-কে পৃথিবীতে পাঠাবেন, তা হতে পারে না। আর দাজ্জালের মসিহ বলে পরিচয় দেয়ার অপচেষ্টা ততদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ হবে না যতদিন সে নিজেকে জনসম্মুখে সত্য মসিহ বলে দাবি না করছে। উপরন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সে, একজন ইহুদির বেশে পবিত্রভূমি জেরুজালেম থেকে সারা পৃথিবীতে এবং বিশেষত আরব মুসলমানদের উপর (যা চারিদিক থেকে পবিত্রভূমিকে ঘিরে রয়েছে) তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করছে (অবশ্যই সেটা করার সামর্থ তার রয়েছে)। অর্থাৎ, যতক্ষণ

পর্যন্ত এই সকল প্রমাণসহ সে নিজেকে উপস্থাপন না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞ ইহুদিই তাকে আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুত মসিহ বলে মেনে নেবে না বলেই আমার বিশ্বাস। আমার এই মতামতের কারণ হলো, ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থেই এক মসিহের আগমনের কথা বলা হয়েছে, যে দাঊদ (আঃ)-এর সিংহাসনে বসে সারা পৃথিবীতে এক চিরন্তন রাজত্ব কায়েম করবে।

আমি Jerusalem in the Qur'an এবং আমার অন্যান্য লেখায় বলেছি যে, দাজ্জালের "এক দিন এক মাসের মত" এখন শেষের পথে, এবং "এক দিন এক সপ্তাহের মত" এখন শুরু হতে যাচ্ছে।[১] এই বিষয়ে আমরা "বিশেষ বিশ্লেষণ পদ্ধতির" মাধ্যমে আরও বলতে পারি যে, "এক দিন এক মাসের মত" থেকে "এক দিন এক সপ্তাহের মত" পর্যায়ে প্রবেশ করতে একটি বড় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, যার পরিণতিতে লক্ষ লক্ষ জীবনের অবসান ঘটতে পারে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই যে ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল যখন দাজ্জাল "এক দিন এক বছরের মত" থেকে "এক দিন এক মাসের মত" পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। এবং দুঃখজনক হলেও মনে হচ্ছে যে এই যুদ্ধ শীঘ্রই শুরু হবে। এইরূপ ফলাফল দেখা দিলে, যারা এই লেখককে সঠিক পথে আছেন (অথবা অন্তত ভুল পথে নেই) বলে মনে করছেন, তারা দ্বিধাবিভক্তও হবেন না কিংবা হতোদ্যমও হবেন না। যে প্রশ্ন নিয়ে আজকের এই লেখা, তার উত্তর দেবার জন্য তারা অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনবেন **— ক:** ইসরায়েল এখনো তাদের ইউরো-জূইশ স্টেটকে ঘিরে থাকা আরব-মুসলিম বিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি; **খ:** তাওরাতে (মিথ্যাভাবে) বর্ণিত সীমানা অনুযায়ী ইসরায়েল এখনো তার "পবিত্র ভূমি"-র সীমানাকে বিস্তৃত করতে পারে নি; **গ:** সমগ্র পৃথিবীর শাসনকারী দেশ হিসেবে ইসরায়েল এখনো ইউ-এস-এর স্থান নিতে পারে নি; এবং **ঘ:** কোন ইহুদি এখনো নিজেকে প্রতিশ্রুত মসিহ বলে দাবি করে নি।

অতএব, খুব সহজেই বুঝা যায় যে, ঠিক এখনই ইমাম আল-মাহদির আগমন ঘটতে পারে না। যদি তা হয়, তাহলে সেটা হবে আমাদের বিশ্লেষণ-পদ্ধতির সাথে সংগতিহীন, যে পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা শেষ সময়ের সকল তথ্যকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে সাজাবার চেষ্টা করেছি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি (অবশ্য আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন) হচ্ছে, ইমাম আল-মাহদি তখনই আবির্ভূত হবেন যখন দাজ্জালের "একদিন এক সপ্তাহের মত" শেষ হবে, এবং সে মানুষরূপে আমাদের সময়ের গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করবে। এর কারণ হচ্ছে: ইমাম আল-বুখারীর সহীহ হাদীসগ্রন্থের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ইমাম আল-মাহদির আগমন এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর পৃথিবীতে ফিরে আসা, এই ঘটনা দুটি সমসাময়িক।

"*তোমরা ঐ সময় কোন অবস্থায় থাকবে যখন মরিয়ম-পুত্র তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন, এবং তোমাদের ইমাম তোমাদেরই একজন (অর্থাৎ মুসলিম) হবেন।*"

— সহীহ বুখারী

অনেকে ভাবতে পারেন যে, ইমাম আল-মাহদির আগমন ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের মধ্যে ২০ থেকে ৩০ বছরের পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। আমরা মনে করি যে, ইসরায়েল রাষ্ট্র ও ইয়াজুজ-মাজুজের বিশ্বব্যবস্থা যা ইউরো-জূইশ স্টেটকে সমর্থন করছে, মক্কায় ইমাম আল-মাহদির আবির্ভাবের সাথে সাথেই তাঁকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়বে। যদি এটা সত্যি হয়, তাহলে আশা করা যায়, যখনই ইমাম আল-মাহদি পবিত্র কা'বা শরীফে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং নিজেকে প্রতিশ্রুত ইমাম বলে ঘোষণা দেবেন, তখনই ঘটনাবলী দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে এমন দিকে মোড় নিবে যার ফলস্বরূপ, বিশ্বক্ষমতার কর্তৃত্ব যাদের হাতে থাকবে, তাদের সাথে তাঁর সংঘর্ষের সূত্রপাত হবে। এই সংঘর্ষের সূত্র ধরেই, ইমাম আল-মাহদির সাথে দাজ্জালের ব্যক্তিগত সংঘর্ষও শুরু হবে, যা সহীহ মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে। এবং এর পরই ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে "দুজন ফেরেশতার কাঁধে তাঁর হাত রেখে" অবতরণ করবেন। তাই আমাদের জোর ধারণা, ইমাম আল-মাহদি এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের মাঝামাঝি সময়টি খুবই সংক্ষিপ্ত হবে।

যেহেতু আমরা এও দাবি করি যে, দাজ্জাল তার কর্মকান্ড সম্পূর্ণ করে জনসম্মুখে নিজেকে মসিহ বলে দাবি না করা পর্যন্ত হযরত ঈসা (আঃ) ফিরে আসবেন না, তাই সারা পৃথিবীকে **— ক:** ইমাম আল-মাহদির আগমন; **খ:** অন্যান্য ঘটনাবলীর দ্রুত পরম্পরায় ঈসা (আঃ)-এর ফিরে আসা; **গ:** দাজ্জালের ধ্বংস হওয়া; **ঘ:** ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংস হওয়া; এবং **ঙ:** জেরুজালেমে আবার খিলাফত প্রতিষ্ঠা হবার জন্য আরো ২-৩ দশক অপেক্ষা করতে হতে পারে। এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। ইমাম আল-মাহদির আগমন পর্যন্ত যে সময় রয়েছে, সে সময় (তা যত দীর্ঘই হোক না কেন) আমাদের পাঠকেরা সতর্ক থাকার জন্য অবশ্যই লড়াই চালিয়ে যাবে, যেন তারা, ভুয়া ইমামদের দ্বারা (যাদের আগমন খুব শীঘ্রই ঘটতে পারে) ভুল পথে চালিত না হয়। বিশেষ করে তাদের দ্বারা যেন প্রতারিত না হয় যারা তথাকথিত "বিশ্বস্ততার সাথে" ভুল পথের অনুসারি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পথ অনুসরণ করেছে। সেই সাথে বলতে হয়, যদি ইতোমধ্যেই ইসরায়েলি মোসাদ বা সি-আই-এ অনুরূপ আর এক ভুয়া ইমামের জন্য কোনো "উপযুক্ত" প্রার্থী তৈরী করে রেখেছে, তবে তাতে অবাক হবার কিছুই নেই।

---

[১] হাদিসে আছে দাজ্জাল মুক্ত হবার পর পৃথিবীতে ৪০ দিন থাকবে। তার প্রথম দিন হবে ১ বছরের মত, দ্বিতীয় দিন হবে ১ মাসের মত, তৃতীয় দিন হবে ১ সপ্তাহের মত, বাকি দিনগুলি হবে আমাদের দিনের মত। অর্থাৎ সময়ের যে গন্ডির মধ্যে আমরা বাস করি, দাজ্জাল তার বাকি দিনগুলিতে সেই গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করবে, এবং আমরা তখন তাকে সচক্ষে দেখতে পাব। এখানে বলতে হয়, যতক্ষণ দাজ্জাল আমাদের চোখের সামনে না আসছে, ততক্ষণ সে সময়ের এক ভিন্ন মাত্রায় অবস্থান করছে, সুতরাং হাদিসে বর্ণিত ১ বছর, ১ মাস ও ১ সপ্তাহ আমাদের ১ বছর, ১ মাস ও ১ সপ্তাহের তুলনায় অনেক লম্বা সময় হবে।